ঝিনাইদহে পুষ্টি উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে অংশীদার সম্মেলন

ঝিনাইদহে পুষ্টি উন্নয়ন, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত, রপ্তানিমুখী বাণিজ্যিক কৃষি সমৃদ্ধ করতে অংশীদার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে সম্মেলনের আয়োজন করে এন্টারপ্রেনশিপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ(পার্টনার)।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো.কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন। মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পার্টনার’র সিনিয়র মনিটরিং অফিসার শেখ মো.সাজ্জাদ হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তারেক হাসান, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুর এ নবী। অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ নানা শ্রেনী পেশার মানুষ অংশ নেয়।।সম্মেলনে নতুন প্রযুক্তি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, খাদ্য ও পুষ্টি, কৃষি পণ্য মূল্য শৃঙ্খল তৈরি করতে কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিতে সব শ্রেণির মানুষকে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করা আহবান জানানো হয়। বিশ্বব্যাংক ও ইফাদের (ওঋঅউ) সহযোগিতায় পরিচালিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকরা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন দিশা পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

।

অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য

নির্বাচন নিশ্চিতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম

চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) কর্তৃক ‘নির্বাচনকালীন সাংবাদিকতা’ বিষয়ক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধন হয় গত বুধবার সকালে চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউস অডিটরিয়ামে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রশিক্ষণ কো-অর্ডিনেটর সাহানোয়ার সাইদ শাহীন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি নাজমুল হক স্বপন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম সনি, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিটের সভাপতি অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হুসাইন মালিক, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম ও সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

প্রশিক্ষণে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমে কর্মরত প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী দিনে ইউল্যাবের শিক্ষক ও সাংবাদিক নাজিয়া আফরিন মনামী নির্বাচনী সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। আলোচনার মধ্যে ছিল নির্বাচনকালীন আচরণবিধি, সংবাদ সংগ্রহে নিরাপত্তা, ভুয়া তথ্য ও গুজব প্রতিরোধ, রাজনৈতিক দলের সমান গুরুত্ব প্রদান এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে দায়বদ্ধ প্রতিবেদন প্রণয়নের বিষয়।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ সমাপনী অধিবেশনে প্রশিক্ষক ছিলেন, ঢাকা মেইলের নির্বাহী সম্পাদক হারুন জামিল।

প্রশিক্ষণ প্রদানকালে তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির কারণে গুজব দ্রুত ছড়ায়। জনগণ সত্য জানতে গণমাধ্যমের দিকে তাকায়। এই আস্থার মর্যাদা রক্ষার জন্য সাংবাদিকদের প্রতিটি সংবাদ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করা জরুরি। বিশেষ করে নির্বাচনকালীন সময়ে ভুল সংবাদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। তাই নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা চর্চা করতে হবে।

চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বলেন, আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে চাই। ভোটাররা উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিবেন এবং অনিয়ম বা জাল ভোটের ক্ষেত্রে প্রশাসন জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করবে।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন আরও বলেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তারা দায়িত্বশীল ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

দুই দিনের প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের হাতে পিআইবি’র পক্ষ থেকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

আমরা এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে নারীদের মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে -ড. শফিকুর রহমান

আমরা এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই যেখানে নারীদের মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে। নারীদের প্রতি কেউ কুদৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না, তাকালে সেই চোখ উপড়ে ফেলা হবে বলে ঘোষনা দিয়েছেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ শহরের ওয়াজির আলী হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত বিশাল নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

এসময় তিনি নারীদের অবর্ননীয় ত্যাগের বর্ণনা করে বলেন, মায়েদের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। সেই মায়েদের দিকে যারা খারাপ দৃষ্টিতে তাকাবে তাদের চোখ উপড়ে ফেলা হবে।

গণভোটে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উঠান বৈঠক আয়োজনের নির্দেশ দিলেন তথ্য সচিব

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি গণভোটে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আগামীকাল থেকেই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে উঠান বৈঠক আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানা। তিনি বলেন, তরুণ ভোটার বিশেষ করে প্রথমবারের মতো যারা ভোট দেবেন, তাদের অনুপ্রাণিত করতে ‘ভোটালাপ’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। এর আওতায় জেলা তথ্য অফিসগুলোর উদ্যোগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গণভোটে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

তথ্য সচিব গতকাল বৃহস্পতিবার ঝুম প্ল্যাটফর্মে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট উপলক্ষে জেলা তথ্য অফিসসমূহের প্রচার কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ নির্দেশনা দেন।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল জলিলের সভাপতিত্বে সভায় মাঠ পর্যায়ের ৬৮ তথ্য অফিসের প্রধানগণ অংশ নেন।

তথ্য সচিব বলেন, এবারের গণভোটকে ইউনিক করতে সকল ভোটারের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। ভোটারদের উজ্জীবিত করার গুরুদায়িত্ব তথ্য অফিসসমূহকে পালন করতে হবে। জনগণকে ভোটদানের উপকারিতা জানাতে হবে। ন্যায় ও আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হলে সবাইকে গণভোটে অংশ নিতে হবে।

গণভোটের প্রচারে আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতিনির্ভর কনটেন্ট এবং বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। এর মাধ্যমে জনগণ গণভোটের গুরুত্ব অনুধাবন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল

জলিল বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধি, গণভোট সম্পর্কে প্রাক্টিক্যাল ডেমোনস্ট্রেশন, তরুণ ভোটারদের উৎসাহ ও নারী ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়াতে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মীরা নিরলস কাজ করছে। ইতোমধ্যেই গণভোট সংক্রান্ত ১০টি সংগীত রচনা করা হয়েছে। এগুলোর সুর তুলে রেকর্ডিংয়ের কাজ চলছে। শিগগিরই এসব সংগীত মাঠ পর্যায়ে পরিবেশন করে গণভোটে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো হবে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত কনটেন্ট মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক হারে প্রচার করা হচ্ছে।

তথ্য সচিব তাঁর বক্তব্যে গণভোট ও নির্বাচনি আচরণবিধি সম্পর্কে ভোটার সচেতনতা বাড়াতে ‘টেন মিনিট ব্রিফ’ কর্মসূচি গ্রহণের তাগিদ দেন। এ কর্মসূচির আওতায় তিনি গ্রামের ছোট ছোট বাজারে দাঁড়িয়ে ১০ মিনিট নির্বাচন সংক্রান্ত করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়ে জেলা তথ্য অফিসের কর্মকর্তাদের বক্তৃতা এবং প্রচারপত্র বিতরণের নির্দেশনা দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (কারিগরি) মীর মোহাম্মদ আসলাম উদ্দিন, বরিশাল জেলা তথ্য অফিসের পরিচালক ওমর ফারুক দেওয়ান, রংপুর জেলা তথ্য অফিসের পরিচালক ড. মোফাখখারুল ইকবাল, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ এ মু’মেন ও পরিচালক (প্রচার ও সমন্বয়) ডালিয়া ইয়াসমিন সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন।

জামায়াত ক্ষমতায় আসলে মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা জামায়াত আয়োজিত মহিলা সমাবেশে জেলা আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী রুহুল আমিন বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে সবার আগে মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে। কারণ একমাত্র ইসলামই মহিলাদের সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। আজ এক শ্রেণির মানুষ মহিলাদের ভুল বোঝাবার

চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র রাজনীতি করার অপরাধে আমাদের ৫৫০ জন ভাই-বোন ও ছাত্রকে আওয়ামী লীগ হত্যা করেছে। অসংখ্য ছাত্রকে তারা গুম করেছে। তিনি আরও বলেন, এই নির্বাচন শুধু আমরা বিজয়ী হওয়ার জন্য করছি না; বরং এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আগামীতে বাংলাদেশে ইসলামের রাজ কায়েমের মাধ্যমে জুলুম-নির্যাতনের অবসান হবে।

গতকাল শনিবার দর্শনা অঙ্কুর আদর্শ স্কুল মাঠে দর্শনা থানা মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি রাশেদুন নাহার ববিতার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা আমীর রুহুল আমিন উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, দীর্ঘ নির্যাতনের পর এমন সময়ে আমরা নির্বাচনী কার্যক্রম হাতে নিয়েছি, যখন একজন স্ত্রী তার স্বামীকে খুঁজে পায় না, একজন বোন তার ভাইকে খুঁজে পায় না, একজন বাবা তার সন্তানকে খুঁজে পায় না।

জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে সবার আগে মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে। কারণ একমাত্র ইসলামই মহিলাদের সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। আজ এক শ্রেণির মানুষ মহিলাদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করে যে ইসলাম মহিলাদের ঘরে আবদ্ধ রাখতে চায় এটা মিথ্যা প্রচারণা।

জাহেলিয়াতের সমাজে যখন কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, তখন ইসলামী সমাজে কন্যাসন্তানের বাবা-মাকে জান্নাতী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীদের সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করবো। তাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচনী পরিচালক, জামায়াতের জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের। সভায় বক্তব্য রাখেন দর্শনা সাংগঠনিক থানা শাখার আমীর মাওলানা রেজাউল করিম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর শাখার আমীর সাহিকুল আলম অপু, থানা সহকারী সেক্রেটারি মাজহারুল ইসলাম ও জাহিদুল ইসলাম, এবং পৌর শাখার সেক্রেটারি শাহরিয়ার আলম দবির। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫ সহস্রাধিক মহিলা নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে অটো-রিকশা চালকদের সাথে জামায়াতের সম্মেলন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর পৌর শাখার উদ্যোগে অটো ও রিকশা চালকদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত এ সম্মেলনে পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে শতাধিক অটো ও রিকশা চালক অংশ নেন।

মেহেরপুর পৌর জামায়াতের আমীর সোহেল রানা ডলারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী তাজউদ্দীন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, জেলা নায়েবে আমীর মহাবুব উল আলম, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা সভাপতি আল আমিন বকুল, জেলা ব্যবসায়ী বিভাগের সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলাম, পৌর ৮ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াত সভাপতি সোহেল রানা এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা।

সম্মেলনে বক্তারা অটো ও রিকশা চালকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা, নিরাপদ সড়ক পরিবেশ সৃষ্টি, পুলিশ ও প্রশাসনের হয়রানি বন্ধ এবং সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। তারা চালকদের সংগঠিত হয়ে আইনসম্মত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের অধিকার আদায়ের আহ্বান জানান।

দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

তিন মাসের মধ্যে মেহেরপুরে সাক্ষরতার হার শতভাগ নিশ্চিত করা হবে

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সঙ্গে জেলার কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত সভা গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ৩টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, মেহেরপুর যেমন আপনাদের, তেমন আমারও। শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি এবং অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সাংবাদিকরা অনলাইন জুয়া, কৃষিক্ষেত্রে দুর্নীতি, শহরের ভেতর ট্রাক চলাচল, বাল্যবিবাহ, তথ্য প্রাপ্তিতে অসুবিধা, সরকারি হাসপাতাল ও সিভিল সার্জন অফিসের দুর্নীতি, ক্লিনিক ও ল্যাবের স্বেচ্ছাচারিতা, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানের অবনতি এবং সার নিয়ে অনিয়মের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তিনি আরো বলেন, তিনি বলেন, আমি জানি না কতদিন এখানে থাকব, কিন্তু আমি চাই মেহেরপুরের উন্নয়নে সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে।

জেলা প্রশাসক জানান, শিক্ষার হার বাড়াতে আগামী তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে মেহেরপুরের শতভাগ মানুষকে অন্তত স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের অনিয়ম রোধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে, শহরে দিনের বেলায় ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে, কৃষিক্ষেত্রে সার অতিরিক্ত দামে বিক্রি বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে এবং ডিসি ইকোপার্ক, শিল্পকলা একাডেমি ও ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়নে কার্যক্রম শুরু হবে।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. তরিকুল ইসলাম, তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি

তোজাম্মেল আজম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বাংলাভিশনের স্টাফ রিপোর্টার তুহিন অরন্য, কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম, বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রতিনিধি মাহবুবুল হক পোলেন, দৈনিক কাল বেলার জেলা প্রতিনিধি রাফি, চ্যানেল ২৪ এর জেলা প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত, এখন টিভির জেলা প্রতিনিধি মুজাহিদ, বাসস জেলা প্রতিনিধি দিলরুবা প্রমুখ।

সভায় জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক রেবেকা খান।

তিনি বলেন, আমরা একসময় সাড়ে সাত কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান দিতে পারতাম না। এখন ১৮ কোটি মানুষের এই দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এই খাদ্য নিরাপদ করাই প্রধান চ্যালেঞ্জ। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বা সংস্থা এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

আজ রবিবার সকালে কুষ্টিয়া শহরের দিশা টাওয়ার মিলনায়তনে নিরাপদ খাদ্য নীতি সেনসিটাইজেশন কর্মশালায় এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ এবং প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যুগোপযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দোরগোঁড়ায় সেবা পৌঁছে দিচ্ছে ও ভোক্তাদের সচেতন করার চেষ্টা করছে।

তিনি সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বা সংস্থা বিশেষত বিএসটিআই, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বিত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে বাজারে খাবারের নিরাপদতা নিশ্চিত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এছাড়া তিনি স্থানীয় শিশুখাদ্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ব্যতীত ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেওয়া হবে না বলে জানান। ষ্ট্রীট ফুডের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপদতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক রেবেকা খান ছাড়াও বক্তব্য রাখেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পরিচালক (কার্যক্রম ও গবেষণাগার) ফকির মুহাম্মদ মুনাওয়ার হোসেন, বিএসটিআই’র উপপরিচালক আরাফাত হোসেন, ইউএসএআইডির সিনিয়র ম্যানেজার আশিক বিল্লাহ ও নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল প্রমুখ।

কর্মশালায় ক্যাব সভাপতি, চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিরপরিচালক ও হোটেল রেস্তোরাঁ মালিক ও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।